শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় – মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

১.১২ - মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

- **১-৩ - পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে শৌনক ঋষির জিজ্ঞাসা**
  - আমরা পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম, কর্ম, মৃত্যু এবং গতি সম্বন্ধে শ্রবণ করতে চাই
- **৪-৬ - যুধিষ্ঠির মহারাজের আদর্শ শাসন**
  - যুধিষ্ঠির মহারাজের গুণাবলী, ঐশ্বর্য এবং বিরক্তি
- **৭-১১ - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিতের রক্ষা**
  - ৭-৯ - মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিতের ভগবৎ-দর্শন
  - ১০-১১ - পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ প্রশমন এবং অন্তর্ধান
- **১২-১৫ - পরীক্ষিতের জন্মকালীন উৎসব**
  - ১২ - শুভ ক্ষণে জন্ম
  - ১৩-১৫ - যুধিষ্ঠির কর্তৃক জাতকর্ম সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণদের দান
- **১৬-২৯ - ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরীক্ষিতের ভবিষ্যৎ গুণাবলী বর্ণন**
  - ১৬-১৭ - শিশুর নাম হবে বিষ্ণুরাত এবং ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন
  - ১৮ - শিশুর ভবিষ্যৎ গুণাবলী সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা
  - ১৯-২৬ - বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরীক্ষিৎ ভবিষ্যৎ গুণাবলীর তুলনা
  - ২৭-২৯ - মৃত্যু-সংবাদের সুযোগ গ্রহণ করে শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রবণ করবেন
- **৩০-৩৬ - পরীক্ষিতের বৃদ্ধি এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ**
  - ৩০-৩১ - বৃদ্ধির সাথে সাথে পরীক্ষিতের নিরন্তর ভগবানের সন্ধান
  - ৩২-৩৫ - কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন
  - ৩৬ - অর্জুনের সাথে কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন

[সূত্র – শৌণকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন ভাঃ ১.৪.৯-১২ এ। কিন্তু তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছিলেন, তাই এখানে ঋষিরা আবার সেই মূলবিষয় পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম সম্বন্ধীয় বিষয়টি উত্থাপন করছেন।]

১-৩ পরীক্ষিৎ মহারাজ সম্বন্ধে শৌনক ঋষির জিজ্ঞাসা

১.১২.১ – মাতৃগর্ভে পরীক্ষিতের রক্ষা –

শৌনকমুনি বললেন, অশ্বত্থামার দ্বারা উপসৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিরা সূত গোস্বামীর কাছে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তা বর্ণনা করার সময় ____________ ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্রোণপুত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ,	৭ম অধ্যায়
অর্জুনের দ্বারা তাঁর দণ্ড,	
মহারাণী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা,	৮ম অধ্যায়
ভীষ্মদেবের শরশয্যাপার্শ্বে পাণ্ডবদের গমন,	৯ম অধ্যায়
তাঁর প্রার্থনা	
দ্বারকার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রস্থান	১০ অধ্যায়
ভগবানের দ্বারকায় আগমন এবং ষোল সহস্র মহিষীর সঙ্গে বসবাস	১১শ অধ্যায়

ঋষিরা সেই বর্ণনা শ্রবণে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা মূল বিষয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। তাই শৌনক ঋষি এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের বিষয়টির পুনরুত্থাপন করা হয়েছে।

১.১২.২ – তাঁর জন্ম, মৃত্যু এবং প্রাপ্ত গতি –

অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিৎ কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কোন গতি লাভ করলেন?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের প্রথম কুলক্ষণ প্রকট হয় পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন মহামতি এবং মহাভাগবত রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে।
- বিষ্ণুরাত – শ্রীবিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন বলে মহারাজ পরীক্ষিৎ বিষ্ণুরাত নামে বিখ্যাত। তাই একজন ব্রাহ্মণের পুত্র যখন তাঁকে অন্যায়ভাবে অভিশাপ দেয়, তখন তিনি ইচ্ছা করলে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনোই ভগবানের কাছে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অনাবশ্যক প্রার্থনা করেন না।
- তিনি কেন প্রতিকার করেননি – অন্য সকলের মতো মহারাজ পরীক্ষিতও জানতেন যে তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণপুত্রের অভিশাপ ছিল সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিকার করতে চাননি।
  - ★ কেননা তিনি জানতেন যে কলিযুগের আবির্ভাব হয়েছে।
  - ★ তিনি কালের প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে চাননি।
- ভাগ্যবান পরীক্ষিত তিনি ছিলেন ভাগ্যবান, তাই মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি অন্তত সাতদিন সময় পেয়েছিলেন, এবং ভগবানের মহান ভক্ত মহাত্মা শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্যে তিনি সেই সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

১.১২.৩ – পরীক্ষিতের কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা –

যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নবধা ভক্তি – শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির যে ন'টি চিন্ময় পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সব কটি অথবা কয়েকটি, এমন কি একটিও যদি যথাযথভাবে সাধন করা হয়, তা হলে তার ফল সমানভাবে লাভপ্রদ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী ছিলেন প্রথম দুটি সাধনের, অর্থাৎ শ্রবণ এবং কীর্তনের।
- দিব্যজ্ঞান লাভের পন্থা – দিব্য জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্গুরুর কাছে নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করা। সেজন্য কোনরকম অলৌকিক ফল লাভ করার জন্য কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত অথবা গুহ্য কার্যকলাপের প্রয়োজন নেই। সেই পন্থাটি সরল, তবে একনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই কেবল তার ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে।

৪-৬ - যুধিষ্ঠির মহারাজের আদর্শ শাসন

১.১২.৪ – গুণাবলী – একজন আদর্শ রাজা ও আদর্শ ভক্ত–

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

✽ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "সম্রাট যুধিষ্ঠিরের আদর্শ প্রশাসন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রজা – এখানে প্রজাঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির ভাষাগত অর্থ হচ্ছে, "প্রকৃষ্টরূপে যার জন্ম হয়েছে" পৃথিবীতে জলচর থেকে শুরু করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ পর্যন্ত বহু প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই হচ্ছে প্রজা। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপতি, কেননা তিনি হচ্ছেন জন্মগ্রহণকারী সমস্ত জীবের পিতামহ।

- **গাছের গোড়ায় জল দেয়া** – ভগবান যেহেতু পরম পূর্ণ, তাই তাঁর সেবা করা হলে তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদেরও সেবা হয়ে যায়। যারা পূর্ণকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন অংশের সেবায় ব্যস্ত, তারা কেবল তাদের সময় এবং শক্তিরই অপচয় করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টাটি ঠিক গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে পাতায় জল দেওয়ার মতো।[1]

১.১২.৫ – ঐশ্বর্য – স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত যুধিষ্ঠিরের যশগাঁথা –

যুধিষ্ঠির মহারাজের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, তাঁর মহিষীদের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের কথা, তাঁর বিস্তৃত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **উচ্চতর লোকে যাওয়া** – ক্ষুদ্র জড় বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদেরা যে যান আবিষ্কার করেছে, তার দ্বারা তারা অন্তরীক্ষে কয়েক হাজার মাইল ভ্রমণ করতে সক্ষম, কিন্তু তারা উপরোক্ত লোকে প্রবেশ করতে পারবে না। এইভাবে উচ্চতর লোকে যাওয়া যায় না। যজ্ঞ এবং সেবার দ্বারা এই সমস্ত আনন্দময় লোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

১.১২.৬ – বৈরাগ্য – স্বর্গবাসীদেরও ঈপ্সিত ঐশ্বর্যের অধিকারী যুধিষ্ঠিরের ভগবদ্-সেবা ভিন্ন অন্যত্র অসন্তুষ্টি –

হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন, তাই ভগবদ্-সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **সন্তুষ্টির দুটি পন্থা** –[2] জগতে দুটি বস্তু রয়েছে যা জীবকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ যখন জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কেউ যখন জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা তৃপ্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে জীব তার স্বরূপে সেবক, সেব্য নয়।
- **জীবের ক্ষুধা** – ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনো আহার ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। সমগ্র জড় জগৎ ক্ষুধার্ত জীবে পূর্ণ। এই ক্ষুধা উত্তম আহার, বাসস্থান অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নয়; এই ক্ষুধা চিন্ময় পরিবেশের জন্য। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ মনে করে যে যথেষ্ট আহার, বাসস্থান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানকারী বিষয়সমূহের অভাবের ফলেই পৃথিবী জুড়ে এই অসন্তোষ। তাকে বলা হয় মায়া। জীব যখন আত্মার সন্তুষ্টির অভাবে ক্ষুধার্ত, তখন তার সেই ক্ষুধাকে জড় ক্ষুধা বলে ভুল করা হচ্ছে। কিন্তু মূর্খ নেতারা দেখে না যে এমন কি জড়জাগতিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত মানুষও ক্ষুধার্ত। তা হলে তাদের সেই ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য কি? প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, আধ্যাত্মিক আশ্রয়, আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। সেগুলি পরম আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অনায়াসে লাভ করা যায়।
- **ক্ষুধার তৃপ্তি** – তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৫) ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও, যেখানে জীবের আয়ু পৃথিবীর গণনা অনুসারে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক, সেখানেও ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। অমৃতত্ব লাভের ফলেই এই ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন হতে পারে।

৭-১১ - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতৃগর্ভস্থ পরীক্ষিতের রক্ষা

১.১২.৭ – মাতৃগর্ভে পরীক্ষিতের ভগবানকে দর্শন –

হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিৎ (অশ্বত্থামা কতৃক নিক্ষিপ্ত) ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"গর্ভমধ্যে পরীক্ষিতের ভগবৎ-দর্শন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **জন্ম-গ্রহণের নিয়ম** – মৃত্যুর পর জীব সাধারণত সাত মাস ধরে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে। জীব তার কর্ম অনুসারে পিতার বীর্যের দ্বারা মাতার গর্ভে প্রবেশ করে, এবং এইভাবে সে তার বাঞ্ছিত দেহ প্রাপ্ত হয়। এটি জীবের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্ম-গ্রহণের নিয়ম।

১.১২.৮-৯ – মাতৃগর্ভে পরীক্ষিতের নিকট প্রকটিত ভগবানের রূপ –

শিশু পরীক্ষিৎ ভগবানকে যেরূপে দর্শন করেছিলেন –

- **আকৃতি** - তিনি ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ,
  - চতুর্ভুজসম্পন্ন,
- **প্রকৃতি** - কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত,
- **বর্ণ** - তাঁর অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘনশ্যাম বর্ণ,
- **বসন** - তাঁর পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন,
- **অলঙ্কার** - মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ছিল।
  - তাঁর কর্ণে ছিল তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল,
- **তৎকালীন ভাব** - ক্রোধবশত তাঁর চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম,

---

[1] **অনুতথ্য** – যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তত্-স্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ ... ভাগবত ৪.৩১.১৪ দ্রষ্টব্য।

[2] যশ্চ মূঢতমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ ... ভাগবত ৩.৭.১৭ দ্রষ্টব্য।

- **অস্ত্র** - তিনি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর গদা উল্কার মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ৯)

- **ভগবান সর্বশক্তিমান** – ভগবদ্ভক্তকে কেউ হত্যা করতে পারে না, কেননা ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। আর ভগবান যখন কাউকে হত্যা করতে চান, তখন কেউই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি রক্ষা করতে পারেন, আবার হত্যাও করতে পারেন।
- **কৃপাময় ভগবান** – ভগবান হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বড় হতে পারেন, আবার সেইসঙ্গে পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র হতে পারেন। তিনি কৃপাময়, তাই তিনি সীমিত জীবের দৃষ্টিশক্তির উপযুক্ত রূপ ধারণ করেন। তিনি অসীম। আমাদের কোন গণনার দ্বারা তাঁকে মাপা যায় না।
- **একই ভগবান** – উত্তরার গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বিষ্ণু এবং বৈকুণ্ঠ ধামবাসী পূর্ণ নারায়ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর অক্ষম ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য অর্চা-বিগ্রহ রূপ ধারণ করেন।

১.১২.১০ – ভগবানের গদার প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ নাশ –

উপমা - সূর্য যেমন হিমরাশি বাষ্পীভূত করে,

সিদ্ধান্ত - তেমনই ভগবান তাঁর গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন।

পরীক্ষিতের অবস্থা - গর্ভস্থিত শিশু তাঁকে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন।

১.১২.১১ – অতঃপর ভগবানের অন্তর্ধান –

এইভাবে শিশু পরীক্ষিতকে দর্শন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **এক ও ভিন্ন** – জীব যদিও গুণগতভবে ভগবানের সঙ্গে এক, তথাপি পরম আত্মা এবং সাধারণ জীবাত্মার মধ্যে আয়তনগতভাবে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে।
- **পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত** – সাধারণ জীব বা আত্মা তার সীমিত দেহের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত স্থানে এবং সমস্ত কালে সর্বব্যাপ্ত।
- **ধর্ম-গুব্ বা ধর্মের রক্ষক** – যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত তিনিই ধর্মাত্মা, এবং ভগবান সর্ব অবস্থাতেই তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। ভগবান পরোক্ষভাবে অধার্মিকদের রক্ষক, কেননা তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাদের পাপ সংশোধন করেন।
- **পরম পিতা ও মাতা** – এই জড় প্রকৃতির জ্যোর্তিময় আবরণ প্রকৃতি মাতার গর্ভের মতো এবং সমস্ত জীবের পরম পিতা আমাদের সেই গর্ভে স্থাপন করেছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এমন কি মা দূর্গার গর্ভেও, এবং যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা তাঁকে দেখতে পারেন।

১২-১৫ - পরীক্ষিতের জন্মকালীন উৎসব

১.১২.১২ – শুভসময়ে পরীক্ষিতের জন্ম –

তারপর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"জন্মকালে গ্রহ সম্মিলনের প্রভাব"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **প্রকৃতির আইন এবং রাষ্ট্রের আইন** – প্রতিটি জীবই প্রতিক্ষণ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন একজন নাগরিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের আইন স্থূলরূপে পালন করা হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির আইন আমাদের স্থুল বুদ্ধির এবং অনুভূতির তুলনায় সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না।
- **জয়ন্তী** – মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মহাপুরুষ, এমন কি ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমস্ত শুভ নক্ষত্রের সমাবেশ হয়, এবং সেই সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র তাঁদের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রহ-নক্ষত্রের সব চাইতে শুভ সমাবেশ তখন হয় যখন ভগবান এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, এবং সেই সময়টিকে বিশেষ করে বলা হয় জয়ন্তী। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই শব্দটির অপব্যবহার করা উচিত নয়।
- কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য যেমন উপযুক্ত স্থান এবং কাল নির্ধারণ করা হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য এক উপযুক্ত ক্ষণমনোনয়ন করা হয়েছিল, যে সময়ে সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র একত্রে সমবেত হয়ে মহারাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১.১২.১৩ – নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের স্বস্তিবাচন পাঠ –

সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক স্বস্তিবাচন পাঠ করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **সংস্কার** – এই সংস্কারের বিধি কেবল পারমার্থিক বিকাশের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। পারমার্থিক বিকাশে কোনরকম উচ্চ বা নিম্নকুলের বিচার নেই।

১.১২.১৪ – যথার্থ দানীর যথার্থ দান –

কিভাবে, কখন ও কোথায় দান করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তী, অশ্ব ও উত্তম অন্ন-শস্যাদি দান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **দান কাকে করা উচিত ?** – শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান এমন ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত যাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশের বলে দান গ্রহণের যোগ্য।[3]
- শাস্ত্রে কখনোই দান নিবেদনের পাত্র হিসাবে এই দরিদ্র-নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্রাহ্মণদের পালন করা হত, যার ফলে তাঁদের দেহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে হত না, রাজা ও অন্যান্য গৃহস্থেরা হরষিত অন্তরে তাঁদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন।

১.১২.১৫ – বিদ্বান ব্রাহ্মণদের পরীক্ষিৎ মহারাজকে স্বীকৃতি –

বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরুকুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুরু বংশের উপযুক্ত।

১৬-২৯ - ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরীক্ষিতের ভবিষ্যৎ গুণাবলী বর্ণন

১.১২.১৬ – এই শিশু ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত –

ব্রাহ্মণেরা বললেন, মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তাঁর বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **পরীক্ষিতকে রক্ষা করার দুটি কারণ** – সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দুটি কারণে শিশু পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন।
  - ★ প্রথম কারণটি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে সেই শিশুটি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই নিষ্কলুষ ছিলেন।
  - ★ দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে শিশুটি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবান পূর্বপুরুষ পুরুর একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান ছিলেন।
- **ভগবানের বিষ্ণুরূপ** – ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সংরক্ষণ এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন বিষ্ণুরূপে। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ভগবানের সর্বব্যাপ্ত কার্যকলাপ তাঁর বিষ্ণুরূপের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

১.১২.১৭ – উত্তম ভক্ত ও সদ্ গুণবান –

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিষ্ণুরাত নামে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সদ্ গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক– "শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত দিব্য নিরাপত্তা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **অনন্য ভক্তদের ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা** – এই প্রকার সুরক্ষা তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্তরের জীবদেরও প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর অনন্য ভক্তের বেলায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের রক্ষা করেন।
- তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা[4]
  - ★ মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী,
  - ★ মধ্যম অধিকারী এবং
  - ★ কনিষ্ঠ অধিকারী।
- **কনিষ্ঠ অধিকারী** – যাঁরা ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, অথচ পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ নন, তাঁদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী।
- **মধ্যম অধিকারী** – দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত হচ্ছে তাঁরা, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে সেবা করেন, সম স্তরের ভক্তদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন, অজ্ঞজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের উপেক্ষা করেন; এগুলি হচ্ছে মধ্যম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ।

---

[3] দাতব্যম্ ইতি যদ্দানং দীয়তে ঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ (গীতা ১৭.২০)

[4] **চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা ২২.৬৪-৭৪ দ্রষ্টব্য।**
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ' — শ্রদ্ধা-অনুসারী॥ ৬৪
শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়-শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥ ৬৫
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ
প্রৌঢ়-শ্রদ্ধো 'ধিকারী যঃ স ভক্তাব্ উত্তমো মতঃ॥ ৬৬
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্॥ ৬৭
যঃ শাস্ত্রাদিষ্ব্ অনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ॥ ৬৮
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ ৬৯
যো ভবেত্ কোমল-শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥ ৭০
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত — তর-তম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥ ৭১
সর্ব-ভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্-ভাবম্ আত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৭২
ঈশ্বরে তদ্-অধীনেষু বালিশেষু দ্বিষত্সু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৭৩
অর্চায়াম্ এব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্-ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৭৪

- **মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী** – কিন্তু যাঁরা সব কিছু ভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করেন অথবা সব কিছুই শাশ্বতভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরূপে দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবান ছাড়া আর কিছুই দর্শন করেন না, তাঁদের বলা হয়, মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্ত।

১.১২.১৮ – যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন – পূর্বতন রাজর্ষীদের অনুকরন করতে পারবে কিনা ? –

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে ?

১.১২.১৯-২৫ – পরীক্ষিতের ভবিষ্যত গুণাবলী

	পরীক্ষিতের ভবিষ্যত গুণাবলী	তুলনীয়
১৯	প্রজারক্ষা	ইক্ষ্বাকু (মনুপুত্র)
	ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণ, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ	শ্রীরামচন্দ্র (দশরথনন্দন)
২০	বদান্য দাতা ও শরণাগতের পালক	শিবি (উশীনর রাজ্যের যশস্বী রাজা)
	জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিকসহ তাঁর বংশের যশ বিস্তার করবেন	ভরত (মহারাজা দুষ্যন্তের পুত্র)
২১	ধনুর্ধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	অর্জুন
	দুর্ধর্ষ	অগ্নি
	দুস্তর	সমুদ্র
২২	বিক্রমশালী	সিংহ
	সুমহান আশ্রয়	হিমালয়
	ধৈর্যশীল	ধরিত্রী
	সহনশীল	তাঁর পিতামাতা
২৩	মানসিক সাম্যতায়	তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মা
	মহাবদান্য হবেন	শিব (কৈলাস পর্বতের অধিপতি)
	প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন	শ্রীনারায়ণ (লক্ষ্মীদেবীরও আশ্রয়স্থল)
২৪	সমস্ত দিব্যগুণজনিত মহিমায়	শ্রীকৃষ্ণ
	উদারতায়	মহারাজ রন্তিদেব
	ধর্মযাজনে	মহারাজ যযাতি
২৫	ধৈর্যে	বলি মহারাজ
	নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্ত	প্রহ্লাদ মহারাজ
	বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন।	

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক (শ্লোক ২১) –“ভগবদগীতার নায়ক অর্জুন”

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ২০)

- **রাজার কর্তব্য** – ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বাণী অভ্রান্ত। তাই তিনি কখনও তাঁর ভক্তদের সুরক্ষা প্রদানে অবহেলা করেন না। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজারও সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শরণাগত আত্মাদের রক্ষা করার এই গুণটি অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ২৩)

- **মনের সাম্যতার** – মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং জীবসমূহের পিতামহ ব্রহ্মা উভয়েই তাঁদের মনের সাম্যতার জন্য আদর্শ।
- শ্রীধর স্বামীর মতে এখানে পিতামহ বলতে ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে পিতামহ হচ্ছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং। এই দুটি দৃষ্টান্তই সমান উত্তম, কেননা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত এবং তাই জীবের কল্যাণে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁদের উভয়কেই মানসিক সাম্যতা বজায় রাখতে হয়।
- **ব্রহ্মা** – ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীরা পর্যন্ত ব্রহ্মার সমালোচনা করেছিলেন।
- **যুধিষ্ঠির** – তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর শত্রুদের দ্বারা সৃষ্টি বহু কষ্টদায়ক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছিল, এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর মানসিক সাম্যতা পূর্ণরূপে বজায় রেখেছিলেন। তাই মানসিক সাম্যতার ব্যাপারে উভয় পিতামহের দৃষ্টান্তই উপযুক্ত হয়েছে।
- শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাদে-র জন্য তিনি কার্য করে থাকেন তাদেরই কাছ থেকে নানা প্রকার সমালোচনা এবং আঘাত সহ্য করতে হয়। আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমস্ত কার্যেই যাদের সমালোচনা করা স্বভাব, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?
- **বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী** – এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদাই মায়ালক্ষ্মীর কৃপার প্রত্যাশী, কিন্তু তারা জানে না যে, লক্ষ্মীদেবী কেবল বিষ্ণুর আশ্রয়েই থাকেন। বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছে মায়া। তাই সরাসরিভাবে লক্ষ্মীদেবীর কৃপার প্রত্যাশা না করে কেবল বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। শ্রীবিষ্ণু এবং বৈষ্ণবেরাই কেবল সকলকে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – (শ্লোক ২৪)

- **ভগবানের সঙ্গপ্রভাব** – মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, সঙ্গের মাধ্যমে গুণ অর্জন হয়। জড়জাগতিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে অগ্নির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে কোন বস্তু উত্তপ্ত হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ ভগবানেরই মতো গুণান্বিত হয়ে ওঠে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে জীব ভগবানের গুণাবলীর শতকরা আটাত্তর ভাগ অর্জন করতে পারে। ভগবানের নির্দেশ পালন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা।
- **সেই সঙ্গ কিভাবে করব ?** – ভগবান কোন জড় বস্তু নন, যাঁর উপস্থিতি এই সঙ্গ করার জন্য আবশ্যক। ভগবান সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। কেবল তাঁর আদেশ পালন করার মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গ করা সম্ভব, কেননা তিনি পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁর উপদেশ, তাঁর নাম, যশ, গুণ এবং সামগ্রী সব কিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন।

🕮 ১.১২.২৬ – সকলেরই দণ্ডদাতা –

এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন। বিশ্বশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন।

✿ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় নেতারাই যোগ্য"

🕮 ১.১২.২৭ – তাঁর মৃত্যু ও ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় –

এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পরে, তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জড় আসক্তি এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি একসঙ্গে হতে পারে না।[5]
- জড় আসক্তি – জড় আসক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের আশ্রয়ে চিন্ময় আনন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
- শরণাগতি – এই জড় জগতে অবস্থানকালে যে ভগবদ্ভক্তি, তা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার অনুশীলন, এবং যখন তা সিদ্ধ হয় তখন ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

🕮 ১.১২.২৮ – শুকদেবের মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ –

হে রাজন্‌! এই বালকটি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে ইচ্ছুক হবেন এবং সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জড় জ্ঞান মানে হচ্ছে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
- দর্শন মানে হচ্ছে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ, অথবা আত্ম উপলব্ধির-জ্ঞান।
- আত্মউপলব্ধি ব্যতীত দর্শন হচ্ছে শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা- অথবা অনর্থক শক্তি এবং সময়ের অপচয়।
- কুণ্ঠা – এই জড় জগৎ ভয় এবং কুণ্ঠায় পূর্ণ। এখানকার কয়েদীরা কারাগারে বন্দী থাকার মতো সব সময় ভয়ে ভীত। কারাগারে কেউই সেখানকার নিয়ম এবং আইন ভঙ্গ করতে পারে না। তা ভঙ্গ করার অর্থ হচ্ছে বন্দী জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি। তেমনই এই জড় জগতে আমরা সর্বদাই ভয়ে ভীত। এই ভীতিকে বলা হয় কুণ্ঠা।
- মুক্তি মানে হচ্ছে এই নিরন্তর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়া। এই কুণ্ঠা যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখনই কেবল তা সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের সুযোগ প্রদান করছে কিভাবে আমরা এই উৎকণ্ঠাকে জড় থেকে চেতনে রূপান্তরিত করতে পারি।

🕮 ১.১২.২৯ –পারিতোষিক লাভ করে ব্রাহ্মণদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন –

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বেদ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদ সভ্য মানুষদের জন্য সর্বতোভাবে পথিকৃৎস্বরূপ।
- বিপ্র এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।
- বিপ্র – বিপ্র হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বৈদিক কর্মকাণ্ড বা সকাম কর্ম বিষয়ক শাখায় পারদর্শী, এবং তাঁরা সমাজকে জীবনের জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শন করেন।
- ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণেরা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী; জ্ঞানের এই বিভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, এবং তার উর্ধ্বে রয়েছে উপাসনাকাণ্ড।
- বৈষ্ণব – উপাসনাকাণ্ডের চরম পরিণতি হচ্ছে বিষ্ণুভক্তি, এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। উন্নত ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত, যা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান, তা বৈষ্ণবদের প্রিয়।

---

[5] প্রেম বিবর্ত ৪র্থ অধ্যায়

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥
গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও।
অন্য সব নামমাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥
কুটীনাটী ছাড়, মন করহ সরল।
গৌর-ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিস্ফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥
জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দশা লভিবে॥

৩০-৩৬ - পরীক্ষিতের বৃদ্ধি এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ

🕮 ১.১২.৩০ – পরীক্ষিৎ নামের তাৎপর্য –

সুতরাং এই বালক জগতে পরীক্ষিৎ নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন।

✽ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শিশুকেও ভগবৎ-দর্শনে শিক্ষিত করা যায়"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একবার যখন ভগবানের চিন্ময় রূপের ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, তখন আর তাঁকে কোন অবস্থাতেই ভোলা যায় না।
- সন্তান প্রতিপালনে মাতাপিতার দায়িত্ব – এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, প্রত্যেক শিশুকে তার শৈশব থেকেই যদি ভগবানের ধারণা প্রদান করা যায়, তা হলে তিনি অবশ্যই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন। কেউ মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পওয়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন নাও করে থাকতে পারে-, কিন্তু তার মাতাপিতা যদি চান, তা হলে তাকে সেই সৌভাগ্য প্রদান করতে পারেন।
- মহারাজ প্রহ্লাদও উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ধারণা জীবনের শুরুতে শৈশব অবস্থাতেই মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া উচিত; তা না হলে মনুষ্য জীবনের সুন্দর সুযোগটি হারিয়ে যেতে পারে, যে জীবন অন্যান্য জীবনের মতো নশ্বর হলেও অত্যন্ত মূল্যবান।
- এ বিষয়ে উদাহরণ – শ্রীল প্রভুপাদের বাল্যকাল।

🕮 ১.১২.৩১ – পিতামহদের অভিভাবকত্বে পরীক্ষিতের বৃদ্ধি –

রাজপুত্র (পরীক্ষিৎ) তাঁর পিতামহদের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন।

🕮 ১.১২.৩২ – বাল্যাবস্থাতেই সদ্‌গুণের প্রকাশ –

সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থাতেই স্বভাবত ধার্মিক, সকলের প্রিয়ভাজন, মহাভক্ত এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।

🕮 ১.১২.৩৩ – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার নির্ণয়, কিন্তু অর্থসংকট –

ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকায় কর এবং জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না।

✽ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে পাপকর্মফল বিনষ্ট হয়"**

🕮 ১.১২.৩৪ – উত্তর দিকে গমনপূর্বক বাকী পাণ্ডবদের প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ –

মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে গমনপূর্বক (মহারাজ মরুত্তের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

তাই এই কলিযুগে কেবল এক প্রকার যজ্ঞেরই অনুমোদন করা হয়েছে, তা হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞ।

🕮 ১.১২.৩৫ – সেই সম্পদ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন ও শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান –

সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন বধজনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ থেকে সকলের শিক্ষালাভ করা উচিত।
- অনিচ্ছাকৃত অপরাধ নিরসন – তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক পাপ হয়ে যায়, এবং সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের নিরসনের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য ।যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং) (কর্মবন্ধনঃ।
- যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি কাল, স্থান এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সর্বকালে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটিই পরমেশ্বর শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা।
- পুনরাবৃত্তির কারণ – বৈদিক শাস্ত্রে কলিযুগের জনসাধারণকে নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করার (কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ) ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই মহান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একাধিক বার আমরা সে কথা আলোচনা করেছি, বিশেষ করে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীতে; কিন্তু সমাজের শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারবার সে কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।
- এই পন্থায় কোন প্রকার অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কিন্তু তার ফলে অন্য সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে অধিক লাভ হয়।
- যজ্ঞ পশুহত্যার বিধি নয় – বৈদিক বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ অথবা গোমেধ যজ্ঞকে পশুহত্যার বিধি বলে মনে করে ভুল করা উচিত

নয়। পক্ষান্তরে এই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দিব্যশক্তির প্রভাবে নতুন জীবন লাভ করত।

- সমস্ত বৈদিক মন্ত্র সর্বতোভাবে ব্যবহারিক এবং তার প্রমাণ হচ্ছে যজ্ঞে নিবেদিত পশুর নবজীবন প্রাপ্তি।
- **সংকীর্তন যজ্ঞ** – তাদের সকলকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করে সংকীর্তন আন্দোলন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, এবং আধুনিক যুগের মানুষদের সুনিশ্চিত ও সুসংগঠিত এই পন্থা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১.১২.৩৬ – সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও কয়েক মাস অবস্থান –

মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (দ্বিজ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ বিধানের জন্য কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **ব্রহ্মবন্ধু** – কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। প্রামাণিক আচার্যের কাছে উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়। ব্রাহ্মণকুলে জাত সন্তান শূদ্রেরই সমতুল্য, এবং এই প্রকার ব্রহ্মবন্ধু বা অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের কখনও বৈদিক অনুষ্ঠান বা ধর্ম অনুষ্ঠান করতে দেওয়া উচিত নয়।

১.১২.৩৭ – যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা –

হে শৌনক, তারপর দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।